মুমিন-মুসলিম হওয়ার সার্টিফিকেট বা সনদ এবং বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদঃ পৃষ্ঠা নং- ১২৬

সূচনাঃ কোন কিছু অর্জন বা প্রদান করার জন্য প্রত্যেকটি জ্ঞানসম্পন্ন লোকের কোন না কোন সার্টিফিকেট বা সনদ থাকা প্রয়োজন হয় । আধুনিক সময়ে পার্থিব সমস্ত কাজে উদাহরণসরূপ চাকুরী পেতে, আয়কর দিতে , পরীক্ষায় পাশ করলে পরীক্ষার্থীকে সার্টিফিকেট বা সনদ দেওয়া-নেওয়ার প্রয়োজন হয় ।ঠিক তেমনিভাবে ধর্মীয় বিষয়ে তো একজন মানুষের জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট মুমিন-মুসলিম হওয়ার এবং বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদ থাকা একান্ত প্রয়োজন । মুমিন-মুসলিম হওয়ার এবং বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদ ছাড়া একজন মানুষ কিভাবে মুসলিম হবে, কিভাবে জান্নাতে যাবে ?

" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর "অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণকে(রাদিআল্লাহ আনহুমগণকে),তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনগণকে(রাদিআল্লাহ আনহুমগণকে) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মুমিন-মুসলিম হওয়ার এবং বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদ দিয়েছেন ।কিন্তু বর্তমান জগতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তো এখন দৃশ্যমান অবস্থায় বিদ্যমান নেই । তাহলে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত একজন মানুষ মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট মুমিন-মুসলিম হওয়ার এবং বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদ কিভাবে এবং কোথা থেকে অর্জন করবেন ?

এর অনুসন্ধিৎসু ও গবেষণামূলক উত্তর এই যে, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত সাধারণ মুসলিমগণ প্রাকৃতিকভাবেই বা স্বাভাবিকভাবেই জন্মসূত্রে সামাজিক মুসলিম হওয়ায় নিজেরাই নিজেদেরকে মুসলিম বলেন এবং অন্য জাতির নিকট নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দেন ।কিন্তু মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট মুমিন-মুসলিম হওয়ার জন্য " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের অনূরূপ তাদের কোন ধর্মীয় সার্টিফিকেট বা সনদ নাই ।"

خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণকে (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা জান্নাতী বলেছেন এবং "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণকে কল্যাণহীন, গুরুত্বহীন ও নিকৃষ্ট মুসলিম বলে অভিহিত করেছেন ।এতে বুঝা গেল যে, " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনগণ হচ্ছেন বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদধারী মুমিন-মুসলিম আর "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণ হচ্ছেন বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদবিহীন নিকৃষ্ট মুসলিম ।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, (১) সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম) বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদধারী মুমিন-মুসলিম হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট ।তাঁরা বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদধারী মুমিন-মুসলিম হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত ও হাদিস শরীফে

অনেক বাণী রয়েছে । এই বিষয়টি সকলের নিকট ভালভাবেই বোধগম্য ।
যেমন–
(ক ০১) পবিত্র কুরআনের আয়াতঃ
وَالسَّابِقُوْنَ اْلاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَاَلَّذِيْن اتَّبَعُوْا هُمْ بِاِحْسَانِ رَضِيَ اَللهُ " (لْاَيَةُ - 100)
"عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ
(অর্থঃ–মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যকার অগ্রগামীগণ (যারা সর্বপ্রথম মদীনা শরীফে হিজরতকারী ও যারা মদীনা শরীফে আনসারদের মাঝে পুরাতন) এবং যারা (পরবর্তী মুসলমান তাবেঈ'গণ যারা আমল ,চরিত্র ও ইশক–মহব্বত তথা ভালবাসার ক্ষেত্রে) তাঁদেরকে (প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসার সাহাবীদেরকে) إِحْسَا نِ (ইহসান) তথা সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করেছে আল্লাহ (তা'আলা) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। *ছুরা তাওবা,আয়াত নং–১০০*)।
(খ ০২) পবিত্র কুরআনের আয়াতঃ
"لاَ يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ أَنْفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا - وَكُلاًّ وَّعَدَ اللهُ الْحُسْنَى -
أُلَئِكَ - قَاتَلَ وَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ أَنْفَقَ (10) لْاَيَةُ–
অর্থঃ– "তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে, তাঁরা এবং পরবর্তীরা সমান নহে, তারা তাদের অপেক্ষা মযাদায় শেষ্ঠ যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে । তবে আল্লাহ তাদের উভয়ের কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন" ।*ছুরা হাদিদ,আয়াত নং–১০০ *।
(গ ০৩) পবিত্র কুরআনের আয়াতঃ

" إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْى - أُلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ سُرَةُ الْاَنْبِيَاء أ (لْاَيَةُ– 101)
অর্থঃ–যাদের জন্য আমাদের থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাঁরা উহা (দোযখ) থেকে দূরে রয়েছে।*ছুরা হাদিদ,আয়াত নং–১০১* ।
(ঘ ০৪) আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর সাহাবীকেরামগণের(রাদিআল্লাহু আনহুমগণের) ইমানের প্রসংশা করে বলেন–
পবিত্র কুরআনের আয়াতঃ

"فَاِنْ آمَنُوْا بِمِثْلِ مَاآمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ ،" (অর্থঃ– "যদি তারা তোমাদের ন্যয় বিশ্বাস করে তবে তারাই হবে হেদায়াত প্রাপ্ত,যদি তারা মুখ ফিরে নেয় তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন", ছুরা আল বাকারা, আয়াত নং– ১৩৭)।
উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থা থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, যারা মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) অনুরূপ ঈমান আনয়ন করবে তাদের ঈমানই মহান আল্লাহ তাআ'লা গ্রহণ করবেন। আর যারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) অনুরূপ ঈমান আনয়ন করবেনা তাদেরকে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যাক্তিবর্গ হিসেবে মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন । অতএব, উপরোক্ত কয়েকটি আয়াত থেকে এ কথা প্রমাণিত হল যে, সাহাবীকেরামগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম)

হচ্ছেন আল্লাহ তাআ'লার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণের জন্য মানদন্ড ।

(ঙ ০৫) হাদিস শরীফের বাণীঃ

عَنء عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيْه عُقْبَةَ---قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ : " لاَ يَدْخُلُ النَّارَ مُسْلِمٌ رآنِيْ ، وَ لاَ رأى مَنْ رآنِيْ ، وَ لاَ رَأى مَنْ رَأى مَنْ رَآنِي" ثَلاَثًا. (14394) (في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থঃ- হযরত আব্দুর রহমান বিন উকবা তিনি তাঁর পিতা ওকবা থেকে বর্ণনা করে বলেন : তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তিনবার বলতে শুনেছেন : "আমাকে দেখেছে এমন কোন মুসলিম(সাহাবী) দোযখে প্রবেশ করবে না, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে সেও (তাবেয়ী') দোযখে যাবেনা, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে, তাঁকে যে দেখেছে (তাবে'-তাবেঈন) সেও দোযখে প্রবেশ করবে না"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৪৩৯৪ ।

(২) তাবেঈনগ ((রাদিআল্লাহ আনহুম) বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদধারী মুমিন-মুসলিম হওয়ার বিষয়টিও একরকম স্পষ্টই । তাঁরা বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদধারী মুমিন-মুসলিম হওয়া সম্পর্কেও পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত ও হাদিস শরীফে অনেক বাণী রয়েছে ।

(ক ০১) পবিত্র কুরআনের আয়াতঃ

" وَالَّذِيْنِ اِتَّبَعُوْا هُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ" (لأيَةُ - 100)

(অর্থঃ- এবং যারা (পরবর্তী মুসলমান (তাবেঈ'গণ) যারা আমল ,চরিত্র ও ঈশক-মহব্বত তথা ভালবাসার ক্ষেত্রে) তাঁদের (প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের) (إحْسَا نٍ - ইহসান) বা সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করেছে আল্লাহ (তা'আলা) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। *ছুরা তাওবা,আয়াত নং- ১০০*)।

(খ) হাদিস শরীফের বাণীঃ

عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيْه عُقْبَةَ---قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ : " لاَ يَدْخُلُ النَّارَ مُسْلِمٌ رآنِيْ ، وَ لاَ رأى مَنْ رآنِيْ ، وَ لاَ رَأى مَنْ رَأى مَنْ رَآنِي" ثَلاَثًا. (14394) (في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থঃ- হযরত আব্দুর রহমান বিন উকবা তিনি তাঁর পিতা ওকবা থেকে বর্ণনা করে বলেন : তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তিনবার বলতে শুনেছেন : " আমাকে দেখেছে এমন কোন মুসলিম(সাহাবী) দোযখে প্রবেশ করবে না, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে সেও (তাবেয়ী') দোযখে যাবেনা, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে, তাঁকে যে দেখেছে (তাবে'-তাবেঈন) সেও দোযখে প্রবেশ করবে না"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৪৩৯৪ ।

(৩) তাবে'- তাবেঈনগণ ((রাদিআল্লাহ আনহুম) বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদধারী মুমিন-মুসলিম হওয়া সম্পের্কে পবিত্র কুরআনে পরোক্ষ ও প্রচ্ছন্ন ঈঙ্গিত রয়েছে । তাবে'-তাবেঈনগণ(রাদিআল্লাহ আনহুম) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের পরোক্ষ ও প্রচ্ছন্ন ঈঙ্গিত বুঝতে একজন মুসলিম মানুষকে গভীর জ্ঞানী হওয়া প্রয়োজন । কিন্তু তাঁদের ব্যাপারে হাদিস শরীফে অনেক বাণী রয়েছে । তম্মধ্যে নিম্নে একখানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল । উপরে " خَيْرُ الثَّلاَثَةِ الْقُرُوْنِ " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ

এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে এই বিষয়ে অনেক হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হয়েছে । এখানে একটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল। অবশিষ্ট হাদিস শরীফগুলো " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةِ "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী প্রসঙ্গ নামক অধ্যায়ে এবং "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দী নামক ” (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের বা শতাব্দীসমূহের) অধ্যায়ে দেখে নেওয়ার জন্য পাঠকবর্গকে অনূরোধ করা হল ।

عَنء عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيْه عُقْبَةَ---قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ : " لاَ يَدْخُلُ النَّارَ مُسْلِمٌ رآنِيْ ، وَ لاَ رأى مَنْ رآنِيْ ، وَ لاَ رَأى مَنْ رَأىَ مَنْ رَآنيِ" ثَلاَثًا. (14394) (في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থঃ- হযরত আব্দুর রহমান বিন উকবা তিনি তাঁর পিতা ওকবা থেকে বর্ণনা করে বলেন : তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তিনবার বলতে শুনেছেন : “ আমাকে দেখেছে এমন কোন মুসলিম(সাহাবী) দোযখে প্রবেশ করবে না, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে সেও (তাবেয়ী’) দোযখে যাবেনা, আমাকে যে দেখেছে তাঁকে যে দেখেছে, তাঁকে যে দেখেছে সেও (তাবে’-তাবেঈন) দোযখে প্রবেশ করবে না”। আল-মু’জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৪৩৯৪ ।

উপরে বর্ণিত একখানা হাদিস শরীফেই সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুমগণের),তাবেঈ ও তাবে’-তাবেঈনগণের(রাদিআল্লাহ আনহুমগণের) বেহেস্তী হওয়ার বিষয়টি বর্ণিত হওয়ায় তিন শ্রেণির বেলায়ই প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভিন্ন কালি দিয়ে আন্ডার লাইন করে চিহ্নিত করে উক্ত একখানা হাদিস শরীফই তিন শ্রেণির নির্ধারিত স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে ।